লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের পথ: ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতামত বিশ্লেষণ

জিল্লুর রহমান পল[৫]

সার-সংক্ষেপ

সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গিকার হলো দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন সাধন। অর্থাৎ, সামাজিক নিরাপত্তার বিধান করা সরকারের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। এর অংশ হিসেবে প্রতিবছর বাজেটে এক বিশাল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি এর প্রায় ২.৩১ শতাংশ অর্থ অর্থাৎ ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ অর্থে সরকারের ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্ড, কুমিল্লার মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), ঢাকা উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সিরিজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিবগণের সাথে দলীয় আলোচনার (Group Discussion) ভিত্তিতে ৪২টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসবের সামাধানকল্পে ৩০টি সুপারিশও প্রণয়ন করা হয়। এসব চ্যালেঞ্জের অধিকাংশ হলো ত্রুটিপূর্ণ সুফলভোগী নির্বাচন, অপ্রতুল বরাদ্দ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। চ্যালেঞ্জসমূহের নিরসনকল্পে ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন পূর্বক বিধি অনুযায়ী সুফলভোগীর তালিকা করা সম্ভব হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো কার্যকরভাবে দারিদ্র্য হ"াসকরণ কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এটি একটি অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

ভূমিকা

১৯৭১ সালে বিভিন্ন প্রতিকূলতা নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। সে সময় দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৭০ ভাগ। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরে বাংলাদেশ কতিপয় সামাজিক ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মাত্রার সফল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর সঠিক দিক নির্দেশনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানের মাধ্যমেই প্রদান করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
(ঘ) সামাজিক নিরপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০)।

[৫] প্রভাষক, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

অর্থাৎ, দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার বিধান তথা ন্যুনতম মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। সাংবিধানিক এমন অঙ্গিকার এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বিপুল জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের একটি ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি প্রদান করেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। ১৯৭৪ এর খাদ্য সংকট ও আশির দশকে উপর্যুপরি বন্যা এবং অন্যান্য সংকটের প্রভাবে নানা

সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গিকার হলো দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন সাধন। অর্থাৎ, সামাজিক

ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রচলন ঘটেছে যা বর্তমানে ১৪৫টি তে এসে দাড়িয়েছে। এসব কর্মসূচি সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫:০৫ ও ১৪)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপি এর ২.৩১ শতাংশ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭:১৮৬)। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূলত সুফলভোগী নির্বাচন, সুবিধা বণ্টন ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণের বহুমাত্রিক ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকার আইনগত বাধ্যবাধতকাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের ৩৯টি কার্যাবলীর মধ্যে ৩১নং কাজের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "বিধবা, এতিম ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা" অন্যতম কাজ। এর পাশাপাশি উক্ত আইনের ৬ (ঞ) উপধারায় ওয়ার্ড সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীতে বর্ণিত রয়েছে, "সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিভুক্ত (যেমন, বয়স্কভাতা, ভর্তুকি, ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা যাচাই করা" ওয়ার্ড কমিটি করবে (http://bdlaws.minlaw.gov.bd, accessed on 28 November 2017)। এমন প্রেক্ষাপট বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর তথা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিবগণের পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জচিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধানে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াসে রচিত হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণায়ন

বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নানা ধরনের সংজ্ঞায়ন করেছে। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, ঝুঁকি মোকাবেলা তথা প্রান্তিক অবস্থানের পরিবর্তন করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যা নগদ বা খাদ্য সহায়তা হিসেবে শর্তযুক্ত ও শর্তহীন (Conditional and Unconditional) উভয়ই হতে পারে। বিশ্বব্যাংক এর মতে, "Public interventions (i) to assist individuals, households, and communities better manage risk, and (ii) to provide support to the critically poor" (Rahmanet. al. 2014:48)। আবার এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায়নে উদ্ধৃত মাত্রার সাথে আরো কয়েকটি মাত্রা যোগ করে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয়, "Social protection consists of policies and programmes designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to risks, enhancing their capacity to protect themselves against hazards and interruption/loss of income" (Barkat et. al. 2011:22)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) আরেকটু বিস্তাড়িত সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায়নে

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

বলেছে, "As the set of public measures that a society provides for its members to protect them against economic and social distress that would be caused by the absence or a substantial reduction of income from work as a result of various contingencies (sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age, and death of the breadwinner); the provision of health care; and, the provision of benefits for families with childrenÓ (Rahman, Hossain Zillur et. al., ibid.)। অর্থাৎ, নানা কারণে সমাজে পিছিয়ে পড়া বিপুল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাপনের ব্যবস্থাকরণ এবং এর মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এদেশে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে নিম্নোক্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে:

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

লেখচিত্র-১: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রকরণগত চিত্র

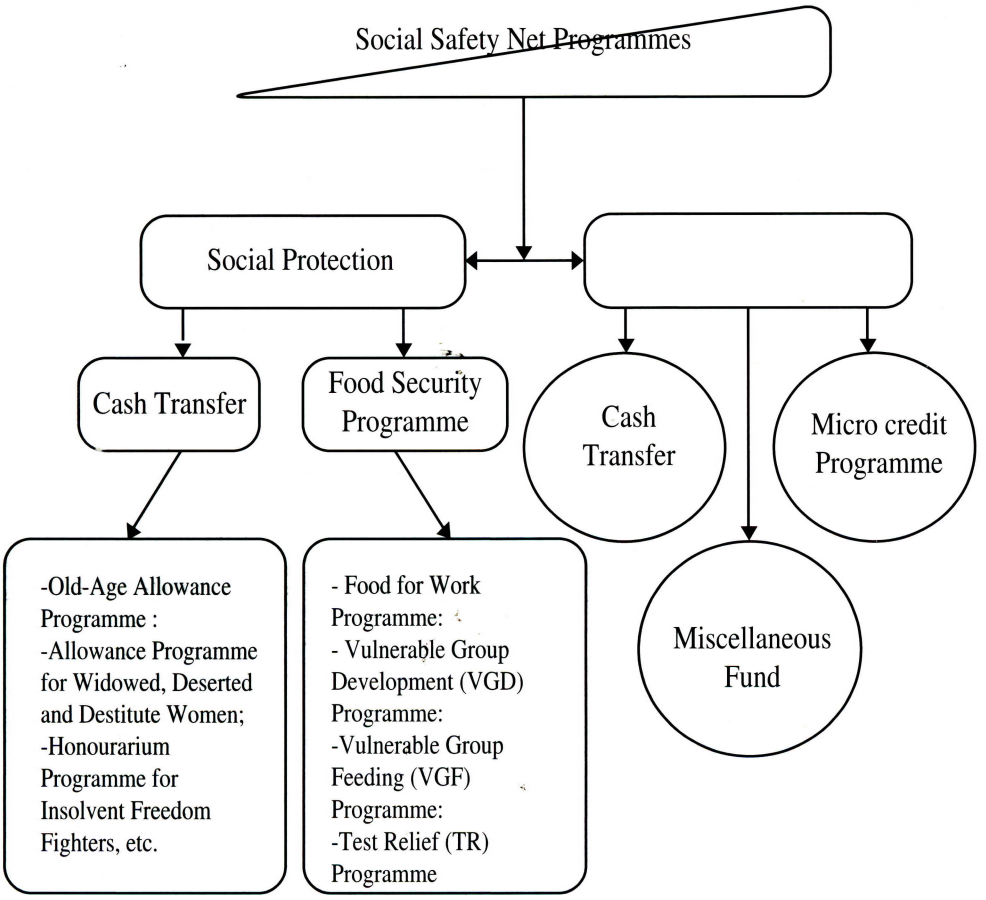

(উৎস: Titumir ২০১৪)।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো:

ক) শ্রম বাজার (Labour Market): এ ধরনের ক্ষেত্রে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিকের সুরক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ) সামাজিক বিমা (Social Insurance): এক্ষেত্রে বেকারত্ব, অসুস্থতা, মাতৃত্ব, অক্ষমতা, শিল্প-কারখানায় দুর্ঘটনায় আহত, বার্ধক্য ইত্যাদিতে ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

গ) সামাজিক সহায়তা ও মঙ্গল (Social Assistance and Welfare): এ ধরনের কর্মসূচি বিশেষ করে অতি দরিদ্র মানুষকে লক্ষ্য করে নেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে অক্ষম, দরিদ্র বয়োবৃদ্ধ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, গৃহহীন, বিধবা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণির মানুষ।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

ঘ) ক্ষুদ্র ও এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি (Micro and Area-Based Schemes): কম্যুনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ঋণ/ সঞ্চয় স্কিম, কৃষি বিমা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে স্কিম নেয়া হয়।

ঙ) শিশু সুরক্ষা (Child Protection): শিশুদের অধিকার রক্ষা ও এডভোকেসি/ সচেতনতা বৃদ্ধি, শৈশবের বৃদ্ধি, শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্য সহায়তা ইত্যাদি বিবেচনা করে কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে (Rahman, Hossain Zillur et. al., ২০১৪:৪৯-৫০)। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা নিরাপত্তা বেষ্টনী নামেও সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. সামাজিকনিরাপত্তা কর্মসূচির ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এসব নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অংশত বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাতের কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় এককালীন ভাতা পেতেন। ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকান্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫:০৫)।

আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এ ছাড়া দাতাগোষ্ঠীও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড ছাড়াও ছিল সামাজিক অনুদানমূলক কর্মকাণ্ড (প্রাগুক্ত)।

সারণি-১: উল্লেখযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত সময়চিত্র (Timeline)

শুরুর সময়	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির নাম	বর্তমান অবস্থা
১৫৬	শহর কেন্দ্র হতে বিধিবদ্ধ রেশন বিতরণ	১৯৯৬ হতে বন্ধ
১৯৭১ (স্বাধীনতাকাল)	জিআর এবং টিআর	চলমান
১৯৭৪	কাজের বিনিময়ে খাদ্য	
১৯৭৫	ভিজিডি	
১৯৮২	পল্লী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (২০০৮ সাল হতে PERMP নামে অব্যাহত রয়েছে)	
১৯৯৩	শিক্ষা বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	২০০২ সাল হতে বন্ধ
১৯৯৪	মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুল সহায়তা কর্মসূচি	চলমান
১৯৯৮	ভিজিএফ	
১৯৯৮	বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচি	
২০০০	জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি	২০০৬ সাল হতে বন্ধ
২০০২	স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	চলমান
২০০২	প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি (PESP)	
২০০৭	পল্লী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (PEOPA)	
২০০৮	১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (২০১০ সাল হতে কর্মসৃজন কর্মসূচি হিসেবে চলমান)	

(উৎস:Rahman et. al. ২০১১:২৯)।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

ক্রমান্বয়ে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হার ব"দ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান যুক্ত হয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে গত প্রায় চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তোরণ সহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫: ০৫)।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর নানা-কর্মসূচি গ্রহণের পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে। প্রথমটি হলো মানবতাবাদী দর্শন বা মানবিক মূল্যবোধ যা বাংলাদেশের সমাজের গভীরে প্রোথিত এবং এ সমাজের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ দর্শন দুযোর্গজনিত বা কর্মসংস্থানের অভাবজনিত সমায়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ত্রাণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়। মূল্যবোধ থেকে দুটি ভিত্তিমূলীয় কর্মসূচির উদ্ভব হয়। একটি হলো ভিজিএফ যা ১৯৭৪ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। অন্যটি হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি যা ১৯৭৫ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচিতে মজুরি হিসেবে খাদ্যশস্য দেয়া হয়। সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় যেসব কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে সেগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এ দুটি কর্মসূচি (প্রাগুক্ত)।

নতুন দেশে হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রায় দুদশক পর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে নিরাপত্তা বলয় ছাড়াও ক্রমোন্নতির সোপান বাক্ষমতামূলক উপাদান প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হয় যাতে করে সুবিধাভোগীরা সাময়িক ত্রাণের বাইরেও অধিকতর টেকসই সুবিধা লাভ করতে পারে। মানব উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, সচেতনতা সৃষ্টি), আর্থিক স্বাবলম্বন (সঞ্চয়, আয় পরিপূরক, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তি), কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বা সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে এরূপ উন্নয়ন সোপানমূলক উপাদান প্রবর্তন করা হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্ভাবন ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ধারার প্রচলন ঘটে যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বলয় সমষ্টির প্রসারে তৃতীয় অনুঘটকটি হলো অধিকতর সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় বিপন্ন বিশেষ জনগোষ্ঠীর (যেমন: বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং দুস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা) প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির এ অংশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ দশক থেকে যখন নির্বাচনী গণতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এ ছাড়া সামজিক নিরাপত্তা প্রদান প্রক্রিয়া বিষয়েও অনেক পরীক্ষণ ও উদ্ভাবন চলমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান, এনটাইটেলমেন্ট কার্ড, ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার, কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ব্যবহার, ভৌগোলিক নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া (প্রাগুক্ত)।

এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশের পেছনে উল্লেখযোগ্যভাবে চাহিদাতাড়িত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। এগুলো উদ্ভব হয়েছে নতুন গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা এবং একইসাথে সংকট উত্তরণ প্রচেষ্টা থেকে। বাংলাদেশ তার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিমূর্ত অধিকারসমূহের আইনগত ধারার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান কর্মসূচি পরীক্ষণের (Incremental Program Experimentation)

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

একটি বাস্তবভিত্তিক পথ অনুসরণ করেছে। খাদ্য-নিরাপত্তাভিত্তিক মূল ভিজিডি কর্মসূচি এবং গণপূর্তভিত্তিক পল্লি-অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সহ অনেক অনুবর্তী কর্মসূচি গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে যেমন: আইজিভিজিডি, এফএসভিজিডি, সিএফপিআর-টিইউপি, রিওপা, আরইআরএমপি ইত্যাদি। এসব কর্মসূচির নকশায় ও প্রসারণের ক্ষেত্রে অধিকতর জটিল লক্ষ্যসমূহকে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশ বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণের উপর জোর দিয়ে ঝুঁকিমুখীতার সমান্তরাল নতুন কর্মসূচির বিকাশ ঘটেছে। এটি পরবর্তীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিকতার (যেমন: চরবাসী বা প্রাথমিকভাবে মঙ্গাপীড়িত এলাকার উপর গুরুত্ব প্রদানকৃত ব্যাপকতর ভৌগোলিক নির্বাচন এবং বর্তমানে হাওর ও উপকূলীয় সম্প্রদায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান) ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এ খাতের বাজেট বরাদ্দ আর্থিক মূল্যে এবং জিডিপির অংশ হিসেবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ ১৯৯৮ সালের ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২.৩ শতাংশ হয়েছে। এরপর থেকে এটি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এটি জিডিপির প্রায় ২.৩১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ মোটামুটি মনে হলেও সরকারের বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে এটি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ এবং সামাজিক উন্নয়ন নীতির এ ধারার প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশক। বর্তমানে ১৪৫টি কর্মসূচি ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭)।

বর্তমান কর্মসূচিসমূহের কাঠামো অধিকতর কৌশলগত ও বিশ্লেষণমূলক উপায়ে দেখার একটি পন্থা হলো জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কর্মসূচিসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করা। দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষ জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে নানা ঝুঁকি, অভিঘাত, বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে। কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেগুলো সময়মতো মোকাবেলা না করা হলে সেগুলো জীবনব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভকালীন বা সন্তান প্রসবের সময়ে একজন মায়ের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা বা নবজাতকের (০-২ বছর বয়সী) সেবাযত্ন সঠিকভাবে করা না হলে ভবিষ্যৎ জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে, একজন বয়স্ক (ষাটোর্ধ্ব) দরিদ্র মানুষের ঝুঁকিসমূহ কর্মক্ষম বয়সের দরিদ্র মানুষের ঝুঁকিসমূহ থেকে অধিকতর চ্যালেঞ্জিং হয়ে থাকে। অর্থাৎ, জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান ঝুঁকিসমূহে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এ সকল পার্থক্যকে বিবেচনায় নিয়ে সেগুলোকে মোকাবেলার করার চেষ্টা করে থাকে। আবার কোনো কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জীবনচক্রভিত্তিক ঝুঁকিসমূহের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে সাড়া দেয়া হয় না। দেখা গেছে যে, প্রথমোক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুফলভোগীদেরকে অধিকতর কার্যকর সহায়তা প্রদান করা সম্ভব। সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক যে বেশিরভাগ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জীবনচক্রের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)।

উদ্দেশ্য

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সচিবগণের উপর অর্পিত চারটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব হচ্ছে: ক) জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে সুফলভোগী নির্বাচন; খ) জাতীয় সামাজিক

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে উদ্ভূত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা প্রদান; গ) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা প্রদান এবং ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা সেবা ও সহায়তা প্রদানে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহকে সহায়তা প্রদান। অর্থাৎ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকাকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে আইনগতভাবে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সচিবগণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে মাঠ পর্যায়ে নানাবিদ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাঁদের ভাবনা কী বা এর সমাধান কীভাবে হতে পারে এ সম্পর্কে তৃণমূল ব্যবস্থাপনার মতামতকে প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের নীতি প্রণয়ন, নীতির বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম মনিটরিং এ জনসম্পৃক্তি, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), ঢাকা ১২টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করে ১২টি জেলার ১২টি উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ, প্রশাসনিক এককসমূহে কর্মরত সরকারি দপ্তর, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে শহরসমূহের স্থানীয় নাগরিক সমাজের সবাইকে নিয়ে একটি সমন্বিত কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা এ কার্যক্রমে মোট ১০টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে মাঠ পর্যায়ের এ পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচিগুলো হলো অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা, বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, ভিজিএফ, দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি), দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং টেস্ট রিলিফ। এসব কর্মসূচি সম্পর্কে দরিদ্র, নিরক্ষর ও অসহায় উপকারভোগীদের বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে প্রধান করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট ফোরামের মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন উল্লিখিত ১২টি জেলায় এসজিএসপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে (অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ২০১৭)। এর আওতায় বার্ডে অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সিরিজ প্রশিক্ষণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে উক্ত ১২টি উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যথা: চেয়ারম্যান, মেম্বার, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য এবং ইউনিয়ন সচিবগণ অংশগ্রহণ করেন। দৈব নমুনায়নের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণের ১০টি ব্যাচের সর্বমোট ২৭০ জন অংশগ্রহণকারীর (০৭টি উপজেলা হতে, সারণি-২ দ্র.) সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত ১০টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক এখানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া গবেষক কর্তৃক দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে সারণিকরণের সময় পুনরাবৃত্তিধর্মী বিষয়সমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিরও প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

সারণি-২: দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের এলাকাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	ইউপি ও জেলার নাম	চেয়ারম্যান (সংখ্যা)	সদস্য (সংখ্যা)	সচিব (সংখ্যা)	মোট (সংখ্যা)	দলীয় আলোচনা পরিচালনার তারিখ
১.	নাজিরগঞ্জ এবং হাটখালী পরিষদ; সুজানগর, পাবনা	০২	২৩	০২	২৭	২২ আগস্ট ২০১৬
২.	শালিয়াবাগপুর, বাইশারি ও বানারিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ; বানারিপাড়া, বরিশাল।	০২	৩০	০১	৩৩	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩.	চালিতাডাঙ্গা, কাজীপুর সদর এবং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ, কাজীপুর সিরাজগঞ্জ	০৩	৩০	০২	৩৫	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪.	১২ নং মনসুরনগর এবং ৪নং শুভগাছা ইউনিয়ন পরিষদ; কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	০২	২৩	০১	২৬	১৬ অক্টোবর ২০১৬
৫.	১২ নং মনসুরনগর এবং ৪নং শুভগাছা ইউনিয়ন পরিষদ; কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	০২	২৬	০২	৩০	২৯ অক্টোবর ২০১৬
৬.	১নং দিয়ারা, ১২ নং জুগিরখালী এবং ১নং জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ; কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১	২২	০২	২৫	০১ নভেম্বর ২০১৬
৭.	কামারমারছড়া এবং হোয়ানক ইউনিয়ন পরিষদ; মহেশখালী, কক্সবাজার	০২	২৩	০২	২৭	০৯ নভেম্বর ২০১৬
৮.	৪নং চার আলেকজান্ডার এবং ৮ নং রড়খেরি ইউনিয়ন পরিষদ; রামগতি, লক্ষীপুর	০২	২১	০১	২৪	২২ নভেম্বর ২০১৬
৯.	৯নং চরগাজি এবং ৫নং চর আব্দুল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদ; রামগতি, লক্ষীপুর	০১	২০	০২	২৩	০৬ ডিসেম্বর ২০১৬
১০	৩নং পায়রাবন্দ, ২নং রানিপুকুর, ৮ নং চেংমারি এবং ১১ নং বরবালা ইউনিয়ন পরিষদ; মিঠাপুকুর, রংপুর।	-	১৯	০১	২০	২১ ডিসেম্বর ২০১৬
	সর্বমোট=	১৭	২৩৭	১৬	২৭০ জন	২৭০ জন

ফলাফল বিশ্লেষণ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের চাহিদা রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষজনের কাছে এসব কর্মসূচির সুবিধার মূল্য অনেক। বিশেষ করে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ইত্যাদির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ছোঁয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ স্থান, কাল ভেদে ভিন্ন রূপ লাভ করছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড় বা লবনাক্ততা বৃদ্ধিপ্রবণ এলাকার মানুষজনের ঝুঁকি অনেক বেশি। নিচের সারণি-৩ এ প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিগণের আলোচনায় বেশি উঠে এসেছে যে, তাঁদের এলাকায় চাহিদার তুলনায় সামাজিক

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ অপ্রতুল। আবার এসব সুবিধা বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ফলে স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ, দলীয়করণ বৃদ্ধি পায়। একই ব্যক্তি একাধিক সুবিধায় অন্তর্ভুক্তি ঘটে; বেড়ে যায় টার্গেটিং এরর। এ সকল কাজে উপজাত হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়ম। এক শ্রেণির গ্রামীণ দালাল রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিজেদের মধ্যে সিন্ডিকেট গড়ে তুলে পুরো প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। এমন কি সুবিধায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য এ শ্রেণিকে ঘুষ দেয়া-নেয়ার বিষয়ও ইউনিয়নের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ লক্ষ্য করে থাকেন। আবার ভোটের রাজনীতিও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রভাব বিস্তার করে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের পক্ষে যারা কাজ করে থাকেন তাঁরাও এসব সুবিধা নিজেদের অনুকূলে বা নিজেদের কাউকে পাইয়ে দেয়ার জন্য অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করেন। এর সাথে এলাকার সুশীল সমাজ, উপজেলা প্রশাসন থেকে অনেক ক্ষেত্রে সুফলভোগীর তালিকা প্রণয়নের সময় সুপারিশ আসে। এ ছাড়া স্থানীয় অন্যান্য জনপ্রতিনিধি যেমন: সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও তালিকা প্রণয়নে চাপ প্রয়োগ করে থাকেন মর্মে ইউপির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তুলে ধরেন। এতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহণ কমে যায়। এর সাথে রয়েছে নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাদের মূল্যবোধ, নৈতিকতার ঘাটতি। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চাল বা গম বিতরণ করা হয়। গুদাম থেকে এসব চাল বা গম সংগ্রহের সময় অনেক ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণে দেয়া হয় না বলে উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিম্নমানের চালও সরবরাহ করা হয়। এটি নিয়ে মাঝে মাঝে গণমাধ্যমেও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

সুফলভোগীদের আচরণগত সমস্যার কথাও গবেষণায় উঠে এসেছে। তাঁদের শুধুমাত্র পাওয়ার মানসিকতা বিরাজমান। বরাদ্দ যে চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এটি দরিদ্র মানুষ মানতে চায় না। আবার কেউ না পেলে তাঁদের অভিযোগ করার মানসিকতাও পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের সচেতনতার মাত্রা খুবই সীমিত বলেও উত্তরদাতাগণ জানান। তাঁরা সুবিধা বণ্টনের যেসব নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধান রয়েছে তার অনেক কিছুই জানেন না। এটি আবার সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ অপপ্রচারের কাজে লাগায়। সরকারের সুবিধা সবাই পেতে চায়-এমন ধারণাও তাঁদের রয়েছে। এ সমস্ত কারণে সমাজে এক শ্রেণির দালালেরও উদ্ভব হয়েছে বলে উঠে আসে। তথ্য গোপন রাখার মানসিকতার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে উপজেলা সমাজসেবা অফিস বরাদ্দের বিষয়টি গোপন রাখে। এর পাশাপাশি অনেক সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব ভাতা সর্ম্পকিত তথ্যাদি মেম্বারদের জানায় না। এতে সার্বিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা বণ্টনে এক ধরনের পরিকল্পনাহীনতা এবং সামগ্রিক সমন্বয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

নিচের সারণি-৩ এ উল্লিখিত ৪২টি চ্যালেঞ্জ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের অনুভূতঅবস্থাকে নির্দেশ করে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বার, সংরক্ষিত নারী সদস্য এবং সচিবদেরপর্যবেক্ষণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ তাঁরা মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত। এসব বিদ্যমান চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এসব চ্যালেঞ্জ নিরসনকল্পে কাজ করতে হবে। সরকারের নীতি নির্ধারকগণকে এগিয়ে আসতে হবে। বিষয়গুলোকে বর্তমান নিবন্ধের মাধ্যমে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিচের সারণি-৩ এ তুলে ধরা হলো যাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরো গুণগত ও মানসম্পন্ন হয়।

সারণি-৩: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক চিহ্নিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্রমিক নং	বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ
১.	চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম
২.	রাজনৈতিক প্রভাব
৩.	সুবিধাভোগী নির্বাচনে বয়স নির্ধারণে সমস্যা
৪.	একই ব্যক্তি একাধিক সুবিধায় অন্তর্ভুক্তি (টার্গেটিং এর)
৫.	কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুস, দুর্নীতি উপস্থিতি
৬.	সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেটের উপস্থিতি ও প্রভাব
৭.	স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ, দলীয়করণ
৮.	গণসচেতনতার অভাব
৯.	সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওয়তায় প্রদাকৃত চাল/গম সঠিক পরিমাণে না দেয়া
১০.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদের হস্তক্ষেপ
১১.	বরাদ্দ বিতরণে বিশেষ করে টিআর এর ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব-ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহণ অনেকক্ষেত্রে খুবই কম
১২.	ভবিষ্যৎ ঝুঁকির সুবিধা না থাকা
১৩.	বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন- নদীভাঙন) কোনো এলাকায় বেশি বরাদ্দ দিলে অন্যদের মাঝে কোভের সৃষ্টি
১৪.	ইউপি পর্যন্ত সরকারিভাবে চাল/গম পরিবহণে ব্যয় না দেয়া।
১৫.	বিশেষ করে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজে বিরোধী পক্ষের অপপ্রচার/ অপব্যাখ্যা
১৬.	আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সুফলভোগী নির্বাচনের পর ভাতা/ বরাদ্দ পেতে অনেক সময় বিলম্ব হওয়া
১৭.	প্রকল্পের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে তথা সার্বিকভাবে মনিটরিং এর দুর্বলতা।
১৮.	সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস (যেমন: উপজেলা সমাজসেবা অফিস, ইউএনও অফিস, প্রকল্পড বাস্তবায়ন অফিস ইত্যাদি থেকে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তদবির
১৯.	সুফলভোগীদের ধৈর্য্য কম (আচরণগত সমস্যা)
২০.	অনেকক্ষেত্রে নিম্নমানের চাল প্রদান।
২১.	প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যার সময় স্বল্প বরাদ্দ বিতরণে অনুভূত মহাচাপ
২২.	স্থানীয় সুশীল সমাজ, ব্যক্তিগত কর্মী ও ইউপি সদস্যদের চাপ
২৩.	এলাকায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি
২৪.	মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব (শুধু নিজেরাই পেতে চায়)
২৫.	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব
২৬.	নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ঘাটতি
২৭.	উপদলীয় বিভাজন
২৮.	ইতিবাচক মানসিকতার অভাব (সুফলভোগীরা সব সময় সুফল পেতে চায়)
২৯.	সার্বিক সমন্বয়ের অভাব
৩০.	সুফলভোগীদের নিয়ম-কানুন ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অভাব
৩১.	সুবিধা না পেলে অভিযোগ করার মানসিকতা
৩২.	সুবিধাসমূহের সুষম বন্টনের অভাব
৩৩.	ইউনিয়নের জনসংখ্যা অনুপাতে বরাদ্দের বিধান নেই।
৩৪.	অনেকক্ষেত্রে উপজেলা সমাজেসবা অফিস বরাদ্দের বিষয়টি গোপন রাখে (বিশেষ করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে)
৩৫.	উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক স্বল্প সময়ে কাজ আদায়ের প্রবণতা
৩৬.	সুফলভোগী নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনেকক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই না করে তালিকা প্রণয়ন
৩৭.	দরিদ্র মানুষের ডাটাবেজ নেই।
৩৮.	জন মানুষের মাঝে নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকায় সবাই পেতে চায়
৩৯.	গ্রামীণ দালাল শ্রেণির দৌরাত্ম্য
৪০.	সুবিধা বন্টনে পরিকল্পনার অভাব
৪১.	অনেক সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব ভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি মেম্বারদের জানায় না
৪২.	ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিবদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

(উৎস: দলীয় আলোচনা ২০১৬)

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে সুপারিশ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যেই কীভাবে এসবের নিরসন করা যায় তার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তদুপরি, দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিবগণ চ্যালেঞ্জের সমাধান সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরেন।

নিচের সারণি-৪ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের অধিকাংশ হলো এর সুফলভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত। দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, যদি সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার টার্গেটিং এরর কম হয় তবে কর্মসূচির সফলতা বাড়ে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন তার অধিকাংশই সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবমুক্ত সুফলভোগী নির্বাচন করা গেলে অনেকক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি হ্রাস পাবে। এর পাশাপাশি বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করে জনঅংশগ্রহণমূলক সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণের কথা উত্তরদাতাগণ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থায় অলিখিত কোটা ও রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার অবসান উত্তরদাতাগণ প্রত্যাশা করেন। এ কোটার সুবিধা উপজেলা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পর্যন্ত ব্যক্তিগণ পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুফলভোগী নির্বাচন করার কথাও উঠে এসেছে। সরকারি পরিপত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্যাটাগরিভিত্তিক সুফলভোগীদের চলমান ও অপেক্ষামাণ তালিকা প্রণয়ণের সুপারিশও উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ দারিদ্র্যের নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার না থাকায় অনেক সময় প্রকৃত সুফলভোগী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক দরিদ্রতার ডাটাবেজ থাকা বাঞ্চনীয় বলে মনে করা হয়। চাহিদানুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়।

জনপ্রতিনিধিগণ এক ধরনের মানবসেবার ব্রত নিয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর অনেকক্ষেত্রে তাঁদের এ কমিটমেন্টের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য নিঃস্বার্থভাবে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দরিদ্র মানুষের সেবা প্রদান করার কথাও উল্লেখ করা হয়। মানুষের মাঝে দেশপ্রেম থাকাও বাঞ্চনীয়। তাইতো দেশপ্রেম থাকা ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা এবং রাজনীতিতে 'আমি তোমার তুমি আমার নীতি গ্রহণ'বিষয়ক সুপারিশ করা হয়।এর পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিজস্ব সততা, জবাবদিহিতা থাকা বাঞ্চনীয় এবং আত্মশুদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি এবং নিজেকে পরিবর্তন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে দলীয় আলোচনায়।

যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে আরো সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন বলে মতামত এসেছে। সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে একটি সমন্বয়হীনতা ঘটতে পারে। তাই সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ, ইউএনও এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় আনয়ন করা প্রয়োজন।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে ইউপি সদস্যদের সমন্বয় আরো বাড়ানোর পাশাপাশি সমাজসেবা কার্যালয় থেকে ভাতাদির (বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি) পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুততার সাথে ইউপি কে জানানো প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করা হয়। এর সাথে সরকারি চিঠি-পত্র সময়মতো ইউপিতে পৌছানো প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত সুপারিশসমূহ যা নিচের সারণি-৪ এ বিবৃত হয়েছে তা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে জড়িতদের নিকট থেকে উঠে এসেছে। এগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নীতি-নির্ধারকগণ এসব অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বিবেচনায় নিতে পারেন। এতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের গুণগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রকৃত সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের এ মহৎ উদ্যোগের আরো সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৪: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক চিহ্নিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	সমাধান সম্পর্কিত সুপারিশ
১.	চাহিদানুযায়ী বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ
২.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক/দলীয় প্রভাবমুক্তকরণ ও স্বজনপ্রীতি হ্রাসকরণ
৩.	বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে জন অংশগ্রহণপূর্বক সুফলভোগী নির্ধারণের সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা
৪.	সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন
৫.	সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের মতামতকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া
৬.	সুবিধার সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ
৭.	দেশপ্রেম থাকা ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা এব রাজনীতিতে 'আমি তোমার তুমি আমার নীতি গ্রহণ'
৮.	গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
৯.	দুর্নীতি কমানো
১০.	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণকে প্রশিক্ষণ / অবহিতকরণ কর্মসূচি পরিচালনার ব্যবস্থা থাকা
১১.	সুফলভোগী নির্বাচনে বিদ্যমান নীতিমালার ব্যত্যয় না ঘটানো।
১২.	সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ, ইউএনও এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় আনয়ন
১৩	নিজস্ব সততা, জবাবদিহিতা থাকা বাঞ্চনীয়
১৪.	উপর থেকে হস্তক্ষেপ না করা
১৫.	আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন।
১৬.	আত্মশুদ্ধি, নৈতিক মূলবাধ বৃদ্ধি এবং নিজেকে পরিবর্তন করা।
১৭.	শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
১৮.	দরিদ্র মানুষের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়ন
১৯.	তৃণমূল স্থানীয় সরকারকে আরো শক্তিশালীকরণ
২০.	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে ইউপি সদস্যদের সমন্বয় আরো বাড়ানো
২১.	সুফলভোগী নির্বাচনে ইউপি ও উপজেলা কমিটির অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
২২.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে আরো সমন্বয় সাধন
২৩.	নিঃস্বার্থভাবে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দরিদ্র মানুষের সেবা প্রদান
২৪.	অলিখিত কোটা ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সুফলভোগী নির্বাচন
২৫.	সরকারি চিঠিপত্র সময় মতো ইউপিতে পৌঁছানো
২৬.	সরকারি পরিপত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন
২৭.	উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্যাটাগরিভিত্তিক সুফলভোগীদের চলমান ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন
২৮.	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে ইউপি পর্যন্ত সুফলভোগী নির্বাচনে বিদ্যমান অলিখিত কোটা ব্যবস্থা বন্ধ রাখা
২৯.	অনেক সময় সুবিধা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উন্মুক্ত না করে গোপন রাখা।
৩০.	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে ভাতাদির (বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি) পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুততার সাথে ইউপি কে জানানো।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

(উৎস: দলীয় আলোচনা ২০১৬)

উপসংহার ও সুপারিশ

উপসংহার: দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ তথা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার বিধান রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ অনুচ্ছেদের মর্মার্থ বিবেচনায় নিয়ে সরকার প্রতিবছর প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জাতীয় বাজেটে এর অর্থায়নও দিন দিন বাড়ছে। আরো সুসমন্বিতভাবে দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ২০১৫ সালে জীবনচক্রভিত্তিক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (National Social Security Strategy- NSSS) প্রণয়ন করেছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর তথা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যথা: চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য এবং সচিবদের দৃষ্টিতে নিবন্ধে ৪২টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ চ্যালেঞ্জ হলো সুফলভোগী নির্বাচনে ভ্রান্তি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং অপ্রতুল বরাদ্দ সংক্রান্ত। এসবের উপজাত হিসেবে অন্যান্য চ্যালেঞ্জ উদ্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর প্রায় সবই নিরসনযোগ্য। নিরসনের উপায়ও জনপ্রতিনিধিগণ তুলে ধরেছেন। তাঁরা ৩০টি সমাধানের কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর অধিকাংশই সঠিকভাবে সুফলভোগী নির্বাচন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত। তাঁরা সবাই প্রত্যাশা করেন যে, নীতিমালা অনুযায়ী স্বচ্ছ, জন অংশগ্রহণমূলক, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সুফলভোগীর তালিকা যেন প্রণয়ন করা হয়। এতে তাঁরা ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার প্রবর্তন করে সুফলভোগীর তালিকা নির্ধারণের সুপারিশও করেন। এসব সুপারিশ নীতি-নির্ধারকগণ ভেবে দেখতে পারেন। এটি অনস্বীকার্য যে, গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ আমলে নিলে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আরো সুফল পাওয়া যাবে এবং অতি দরিদ্রের সংখ্যা আরো দ্রুত গতিতে কমে আসবে। ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরকারের কাজে আরো গতি আসবে বলে প্রতীয়মান।

সুপারিশ: গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে কয়েকটি সুপারিশ করা যায়। এগুলো হলো:

* ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিবগণ যে ৩০টি সমাধানের কৌশল সুপারিশ আকারে তুলে ধরেছেন সেগুলোর অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
* সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাবেজভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।
* স্থনীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা জাতিগঠনমূলক কার্যালয়সমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে আরো কার্যকর সমন্বয় সাধন ও শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

লোক- প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৮, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬০-৭৪

তথ্য-নির্দেশ

অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা (২০১৭)। কুমিল্লা: বার্ড ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১০)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(২০১৫)। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ। ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন।

(২০১৭)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭। ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়।

Barkat, A, Karim, Aand Hussain, AA 2011, Social Protection Measures in Bangladesh: As Means to Improve Child Well-being. Dhaka, Pathak Shamabesh.Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd, accessed on 28 November 2017.

Rahman, HZ, Hulme, D, Maitrot, M and Ragno, LP eds. 2014,Social Protection in Bangladesh: Building Effective Social Safety Nets and Ladders out of Poverty. Dhaka, UPL.

Rahman, H Z, Choudhury, LA and Ali, KS 2011, Social Safety Nets in Bangladesh, vol. 1, Dhaka, PPRC & UNDP.

Titumir, RAM 2014, National Seminar on Social Protection Interventions in Bangladesh: Key Challenges and Way Forward for Enhancing Food Security, Dhaka, CIRDAP International Conference Centre, 22 May.